66

দৈনিক সংবাদ

তারিখ 30 MAR 1996
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

শিক্ষক সংকট ।। উপকরণের অভাব

পাবনায় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৪ লাখ ছাত্রছাত্রীর লেখাপড়া বিঘ্নিত

।। হাবিবুর রহমান খান ।।

সাঁথিয়া (পাবনা), ২৯শে মার্চ।– শিক্ষক ও কর্মকর্তার স্বল্পতা এবং শিক্ষা উপকরণের অভাবে পাবনা জেলায় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রায় ৪ লাখ ছাত্রছাত্রীর লেখাপড়া বিঘ্নিত হচ্ছে।

সরকারি সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যে জানা গেছে, জেলার ৯টি থানা শিক্ষা কর্মকর্তার পদের ৩টি এবং ২৯টি সহকারী থানা শিক্ষা কর্মকর্তার পদের মধ্যে ৫টি দীর্ঘদিন যাবৎ শূন্য রয়েছে। এছাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ২৯টি প্রধান শিক্ষক ও ৮৬টি সহকারী শিক্ষকের পদও শূন্যে রয়েছে। উল্লেখ্য, জেলায় প্রধান ও সহকারী শিক্ষকের মোট অনুমোদিত পদ রয়েছে যথাক্রমে ৬শ' ৪৪ ও ২ হাজার ৮শ' ৩৯টি। জেলার মোট ৬শ' ৪৪টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বর্তমানে ৬শ' ১৫ জন প্রধান শিক্ষক–শিক্ষয়িত্রী এবং ২ হাজার ৭শ' ৫৩ জন সহকারী শিক্ষক–শিক্ষয়িত্রী কর্মরত রয়েছেন। ৬শ' ৬৪টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ছাড়াও জেলায় ৩শ' ৩৩টি নিবন্ধনকৃত বেসরকারি ও ১শ' ১৩টি অনিবন্ধনকৃত বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। একই সূত্র হতে প্রাপ্ত তথ্যে জানা গেছে, সাঁথিয়া থানার নাগডেমরা ইউনিয়নের ২০টি, পাবনা সদর থানার ভাড়ারা ইউনিয়নের ১৯টি, চাটমোহরের ফৈলজানা ইউনিয়নের ১৯টি, সুজানগর থানার তাঁতীবন্দ ইউনিয়নের ৯টি, ঈশ্বরদী থানার লক্ষীকুন্ডা ইউনিয়নের ৬টি, বেড়া থানার চাকলারচর ইউনিয়নের ৮টি, ফরিদপুর থানার বিলাহিড়ীবাড়ি ইউনিয়নের ১৪টি, আটঘড়িয়া থানার চাঁদভা ইউনিয়নের ১৪টি এবং ভাঙ্গুড়া থানার দিলপাশার ইউনিয়নের ১৪টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় 'শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি'র প্রথম পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। উক্ত কর্মসূচির ফলে সাঁথিয়া থানার ২ হাজার ১শ' ৫৫টি পরিবার, পাবনা সদর থানার ২ হাজার ৩শ' ৭টি পরিবার, চাটমোহর থানার ১ হাজার ৭৭শ' ১৩টি পরিবার, সুজানগর থানার ৯শ' ৭৮টি পরিবার, ঈশ্বরদীর ১ হাজার ৭৮টি পরিবার, বেড়া থানার ১ হাজার ৬শ' ৬২টি পরিবার, ফরিদপুর থানার ১ হাজার ৮শ' ৬১টি পরিবার, আটঘড়িয়া থানার ২ হাজার ৯৮টি পরিবার এবং ভাঙ্গুড়া থানার ১ হাজার ৫শ' ২৫টি পরিবার উপকৃত হয়েছে। উক্ত খাদ্য কর্মসূচির আওতায় ১শ' ২৫টি [illegible] ৩শ' ৬৬ জন শিশু–কিশোর ভর্তি হয়েছে।

জেলায় প্রাথমিক শিক্ষা অফিস কর্তৃক ১৯৯৪ সালে পরিচালিত এক জরিপে দেখা যায়, জেলার ৩ লাখ ৮৬ হাজার ৪শ' ৩৭ জন বালক–বালিকার মধ্যে ৩ লাখ ৩১ হাজার ৫৫ জন অর্থাৎ মোট বালক–বালিকার ৮৮ ভাগ বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়। কিন্তু উপস্থিতির হার ছিল ৭২ দশমিক ৫ এবং সরকারি হিসাবমতে, ড্রপ আউটের হার প্রায় ৫১ দশমিক ৭৬ ভাগ। 'শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি' গৃহীত হবার পর ড্রপ আউটের সংখ্যা হ্রাস পেয়ে প্রায় শূন্যের কোঠায় দাঁড়িয়েছে প্রকল্পভুক্ত ইউনিয়নগুলোতে।

সরকারি–বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বেশিরভাগেই শিক্ষা উপকরণ তথা চেয়ার, টেবিল, বেঞ্চ, ব্লাকবোর্ড, চক ডাস্টার, খাতাপত্র ইত্যাদির অভাব প্রকট। অনেক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা স্থান সংকুলান না হওয়ায় উন্মুক্ত স্থানে বা গাছতলায় বসে ক্লাস করে থাকে। এছাড়া শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচির আওতাভুক্ত কোন কোন বিদ্যালয়ে খাদ্য বিতরণে দুর্নীতির অভিযোগ পাওয়া গেছে। শিক্ষক ও ম্যানেজিং কমিটি চেয়ারম্যানের [illegible] অভিযোগ রয়েছে।